তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৩৮৮

**দু’দেশের মধুর সম্পর্কে গণমাধ্যমের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ : প্রেসক্লাব অভ্‌ ইন্ডিয়াতে তথ্যমন্ত্রী**

নয়াদিল্লি (ভারত), ১৬ কার্তিক (১ নভেম্বর) :

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, মহান মুক্তিযুদ্ধের সংগ্রামে ভারত আমাদের পরীক্ষিত বন্ধু, যা আমরা কখনো ভুলবো না এবং বাংলাদেশ-ভারত দুই দেশের এই মধুর সম্পর্ক ধরে রাখতে গণমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

ভারত সফররত তথ্যমন্ত্রী আজ নয়াদিল্লির প্রেসক্লাব অভ ইন্ডিয়ায় সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে একথা বলেন। তিনদিনের এই সফরে মন্ত্রী এর আগে কলকাতা প্রেসক্লাব এবং ইন্দো-বাংলা প্রেসক্লাবের অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

মন্ত্রী এ দিন প্রথমে প্রেসক্লাব অভ ইন্ডিয়ায় গত বছরের সেপ্টেম্বরে তাঁর হাতে উদ্বোধন করা বঙ্গবন্ধু মিডিয়া সেন্টারে যান এবং সেখানে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। সভাপতি উমাকান্ত লাখেরা, সাধারণ সম্পাদক বিনয় কুমার ও সাবেক সভাপতি গৌতম লাহিড়ীসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমের সাংবাদিকবৃন্দ মতবিনিময়ে যোগ দেন।

ড. হাছান এ সময় আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, আমরা শুধু নিজেদেরই নয়, আঞ্চলিক স্থিতিশীলতায় বিশ্বাস করি। তিস্তা নদীর পানি বণ্টনে চুক্তির সম্ভাবনা নিয়ে সাংবাদিকরা জানতে চাইলে সম্প্রচারমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ-ভারতের বন্ধুত্বের সম্পর্ক কেবল তিস্তার উপর নির্ভর করে না, আরো অনেক ইস্যু আছে। আমাদের সম্পর্ক রক্তের বন্ধনে লেখা। তিস্তার সমাধান হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

বাংলাদেশে ধর্মীয় সহাবস্থান নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তথ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের সরকার সকল ধর্মের মানুষের সমান অধিকারে বিশ্বাস করে। সংখ্যলঘু বলে বাংলাদেশে কিছু নেই, আমরা সবাই স্বাধীন দেশের নাগরিক।

হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, আমাদের সরকার এবং দল অসাম্প্রদায়িকতা ও সব ধরনের মানুষের সম্প্রীতি ও বন্ধনে বিশ্বাস করে। হিন্দু সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় দুর্গাপূজায় এবার আগের বছরের চেয়ে ৭ হাজার পূজামণ্ডপ বেশি হয়েছো। দেশব্যাপী উৎসবমুখর পরিবেশে এবার বাংলাদেশে পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এ সকল বিষয় গণমাধ্যমের মাধ্যমেই দু’দেশের মানুষ জানবে এবং পারস্পরিক বন্ধন দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হবে আশাপ্রকাশ করেন তথ্যমন্ত্রী।

দেশের গণমাধ্যম প্রসঙ্গে মন্ত্রী হাছান বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার মুক্তমত প্রকাশ ও বাকস্বাধীনতায় বিশ্বাস করেন বলেই গণমাধ্যমের বিকাশ ঘটেছে। বাংলাদেশের গণমাধ্যম পুরোপুরি স্বাধীন। গণমাধ্যমে মুক্তমত প্রকাশের স্বাধীনতা ভোগ করছে গণমাধ্যমকর্মীরা।

দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু কন্যার হাত ধরেই দেশে প্রথম বেসরকারি টেলিভিশনের যাত্রা শুরু হয়। এক সময়ে বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় ইলেক্ট্রনিক প্রচারমাধ্যম বিটিভি ছাড়া অন্য কোনো টেলিভিশন ছিল না। বর্তমান সরকারের আমলে ৪০টির উপরে বেসরকারি টেলিভিশন রয়েছে। আমার মন্ত্রণালয়ে কমপক্ষে ৫ হাজার অনলাইন পোর্টালের নিবন্ধনের আবেদন রয়েছে, যা রীতিমতো অকল্পনীয়।

#

আকরাম/এনায়েত/মোশারফ/সেলিম/২০২২/২১৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৩৮৭

বিএসসি’র ২০ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা

ঢাকা, ১৬ কার্তিক (১ নভেম্বর) :

 বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন (বিএসসি) ২০২১-২২ অর্থবছরে নিট লাভ করেছে ২২৫ কোটি ৮১ লাখ টাকা এবং শেয়ারহোল্ডারদের জন্য শতকরা ২০ ভাগ নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। বিএসসি ২০২০-২১ অর্থবছরে নিট লাভ করেছিল ৭২ কোটি ৩ লাখ টাকা। বিএসসি ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রথম তিন মাসে নিট লাভ করেছে ৬০ কোটি ৬৯ লাখ টাকা। ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রথম তিন মাসে নিট লাভ করেছিল ৬৬ কোটি ২৫ লাখ টাকা।

 আজ ঢাকায় বিএসসি টাওয়ারে অনুষ্ঠিত বিএসসির পরিচালনা পর্ষদের ৩১৪ তম বৈঠকে এসব তথ্য জানানো হয়।

 নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী এবং বিএসসি পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান খালিদ মাহ্মুদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে বৈঠকে অন্যান্যের মধ্যে পরিচালনা পর্ষদের সদস্য নৌপরিবহন সচিব মোঃ মোস্তফা কামাল, স্বতন্ত্র পরিচালক প্রফেসর এম শাহজাহান মিনা, স্বতন্ত্র পরিচালক ড. মোঃ আবদুর রহমান, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ আবদুর রহমান খান, বিএসসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক কমডোর এস এম মনিরুজ্জান, বিএসসির নির্বাহী পরিচালক (বাণিজ্য) ড. পীযূষ দত্ত ও বিএসসির নির্বাহী পরিচালক (প্রযুক্তি) মোহাম্মদ ইউসুফ উপস্থিত ছিলেন।

 বৈঠকে জানানো হয়, চীন সরকারের সহায়তায় বিএসসি চীন থেকে চারটি নতুন জাহাজ সংগ্রহ করবে। এর মধ্য দু’টি ক্রুড ওয়েল ট্যাংকার; যার প্রতিটির ধারণক্ষমতা এক লাখ ডেড ওয়েট টন। দু'টি ৮০ হাজার টন (প্রতিটি) ধারণক্ষমতা সম্পন্ন বাল্ক ক্যারিয়ার। এজন্য ব্যয় হবে ২৪১ দশমিক ৯২ মিলিয়ন ইউএস ডলার। দু’টি ক্রুড ওয়েল মাদার ট্যাংকারের ব্যয় ধরা হয়েছে ১৫১ দশমিক ৯৬ মিলিয়ন ইউএস ডলার। দু’টি মাদার বাল্ক ক্যারিয়ার সংগ্রহে ব্যয় হবে ৮৯ দশমিক ৯৬ মিলিয়ন ইউএস ডলার।

#

জাহাঙ্গীর/পাশা/এনায়েত/সঞ্জীব/মাহমুদ/আরাফাত/জয়নুল/২০২২/১৯৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৩৮৬

তরুণ প্রজন্মই ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে প্রতিনিধিত্ব করবে

 ---স্থানীয় সরকার মন্ত্রী

ঢাকা, ১৬ কার্তিক (১ নভেম্বর) :

 স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম বলেছেন, ডিজিটাল বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে তরুণ প্রজন্ম নেতৃত্ব দেবে। প্রযুক্তি আমাদের জন্য অপার সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে। ডিজিটাল প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা আধুনিক বাংলাদেশ বিনির্মাণের বড় চ্যালেঞ্জ।

 আজ রাজধানীর সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজ প্রাঙ্গণে চেতনায় মুজিব কেন্দ্রীয় পরিষদ আয়োজিত ‘নতুন প্রজন্মের ভাবনায় ডিজিটাল বাংলাদেশ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা’ শীর্ষক আলোচনা সভায় স্থানীয় সরকার মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 মন্ত্রী বলেন, জ্ঞান অর্জন সবাইকে মানুষ হিসেবে শাণিত ও সমৃদ্ধ করে। নতুন প্রজন্মের জন্য জ্ঞান অর্জনের পথ আরো সহজ হয়েছে। এখন স্মার্টফোন বা ল্যাপটপের মাধ্যমে দুনিয়ায় যে কোনো বই পড়া সম্ভব। একই সাথে ডিজিটাল প্রযুক্তি অপব্যবহারের বিষয়ে খুব সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

 মন্ত্রী আরো বলেন, এদেশের মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য জাতির পিতা সারা জীবন লড়াই-সংগ্রাম ও আন্দোলন করেছেন। বঙ্গবন্ধু মানুষকে হৃদয় দিয়ে ভালোবাসতেন। তাঁর চিন্তা-চেতনায় ছিল মানুষের কল্যাণ। একইভাবে তাঁর সন্তানরাও সেই মানসিকতা নিয়ে বড় হয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২০০৯-২০২২ সালের মধ্যে মাথাপিছু আয় ২১০০ ডলার বেড়েছে। দেশের এই উন্নতি সারা পৃথিবীকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে।

 ইতিহাস বিকৃতির মাধ্যমে গোটা জাতিকে বিভক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, জয় বাংলা স্বাধীনতার স্লোগান। আমাদের এই স্লোগানকে অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই। যারা বঙ্গবন্ধুকে স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে অস্বীকার করে, জয় বাংলা বুকে ধারণ করে না। তারা দেশের স্বাধীনতাকে কখনোই মনেপ্রাণে মানে না। এদের সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে।

 সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতি মহিউদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. মোঃ মশিউর রহমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক মাকসুদ কামাল, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও একুশে পদকপ্রাপ্ত সাংবাদিক অজয় দাশগুপ্তশসহ কলেজের শিক্ষকমণ্ডলী ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

#

রুবেল/পাশা/রাহাত/সঞ্জীব/রফিকুল/মাহমুদ/আরাফাত/জয়নুল/২০২২/১৮৭০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৩৮৫

**ত্রাণ প্রতিমন্ত্রীর সাথে জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারীর সাক্ষাৎ**

ঢাকা, ১৬ কার্তিক (১ নভেম্বর) :

 দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ এনামুর রহমানের সাথে আজ বাংলাদেশ সচিবালয়ে প্রতিমন্ত্রীর অফিসকক্ষে বাংলাদেশে জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী এুিহ খবরিং এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল

সাক্ষাৎ করে।

 সাক্ষাৎকালে সাম্প্রতিক বন্যা, ঘূর্ণিঝড় সিত্রাং এবং বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সার্বিক বিষয়ে আলোচনা হয়।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, ঘূর্ণিঝড় সিত্রাংয়ের কারণে সারা দেশে ৪১৯টি ইউনিয়নে আনুমানিক ১০ হাজার ঘরবাড়ি এবং ৬ হাজার হেক্টর ফসলি জমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে । প্রায় সাত হাজার আশ্রয়কেন্দ্রে ১০ লাখ মানুষকে নিয়ে আসা হয়েছিল জানিয়ে তিনি বলেন, ঘূর্ণিঝড় শেষে মধ্যরাত থেকে মানুষ বাড়ি ফিরতে শুরু করে এবং সকালের মধ্যে সবাই আশ্রয়কেন্দ্র ত্যাগ করেন। ভোলা জেলার মনপুরাসহ বিভিন্ন এলাকা সরেজমিন পরিদর্শনের কথা উল্লেখ করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, ক্ষতিগ্রস্ত জেলাসমূহ থেকে ক্ষয়ক্ষতির বিস্তারিত বিবরণ ও তালিকা সরকারের হাতে এলে পরবর্তীতে করণীয় বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হবে ।

 প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, গত ১২২ বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ বন্যা এবার আমরা মোকাবিলা

করেছি। সিলেট ও সুনামগঞ্জের প্রায় ৮০ থেকে ৯০ শতাংশ জায়গা পানির নিচে ছিল। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী ও কার্যকর দিকনির্দেশনায় আমরা স্মরণকালের এ ভয়াবহ বন্যা সফলভাবে মোকাবিলা করেছি।

 এসময় মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ কামরুল হাসান উপস্থিত ছিলেন।

#

 সেলিম/পাশা/রাহাত/সঞ্জীব/রফিকুল/মাহমুদ/আরাফাত/জয়নুল/২০২২/১৮০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৩৮৪

**২০০৯ সাল হতে দেশব্যাপী ১,৪০১টি সেতু ও ৬,৩৬০টি কালভার্ট নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে**

**--আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্**

বরিশাল, ১৬ কার্তিক (১ নভেম্বর) :

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির আহ্বায়ক (মন্ত্রী পদমর্যাদা) আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার নিরবচ্ছিন্ন মহাসড়ক নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে ব্যাপক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেছে। ২০০৯ সাল হতে বর্তমান মেয়াদে সড়ক ও মহাসড়ক বিভাগের উদ্যোগে দেশব্যাপী ১,৪০১ টি সেতু ও ৬,৩৬০টি কালভার্ট নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে।

আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ আজ বরিশালের গৌরনদী উপজেলার বাটাজোরে সম্ভাব্য ঢাকা-বরিশাল ফোর লেন প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন শেষে মতবিনিময়কালে এসব কথা বলেন। এসময় সড়ক ও মহাসড়ক বিভাগের কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ বলেন, বর্তমান সরকার অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০২১-২০২৫, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০ এবং প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছে। এসব প্রকল্প কাজ সম্পন্ন হলে বরিশালসহ দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা আধুনিক, নিরবচ্ছিন্ন, সময়সাশ্রয়ী ও পণ্য পরিবহন সহজতর হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঠিক দিকনির্দেশনায় দেশকে এগিয়ে নিতে সকলকে সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করতে হবে।

আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ আরো বলেন, দেশের উন্নয়ন, শান্তি-শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা ও প্রগতির ধারাকে বাধাগ্রস্ত করতে দেশ বিরোধীচক্র দেশে-বিদেশে ষড়যন্ত্র করছে। তিনি এসব ষড়যন্ত্রকারীদের রুখে দিতে দলমত নির্বিশেষে বরিশালবাসীর প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বরিশালবাসীর সার্বিক জীবনমান উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে ত্যাগের মনোভাব নিয়ে স্ব স্ব দায়িত্ব পালনের পরামর্শ দেন।

#

আহসান/পাশা/এনায়েত/সঞ্জীব/রফিকুল/মাহমুদ/আরাফাত/লিখন/২০২২/১৯১৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর:৪৩৮৩

**৩ লাখ টন ধান ও ৫ লাখ টন চাল কিনবে সরকার**

 **--খাদ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৬ কার্তিক (১ নভেম্বর) :

আমন ধান, চালের দাম ও লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে সরকার। এবছর তিন লাখ মেট্রিক টন আমন ধান ও পাঁচ লাখ মেট্রিক টন সিদ্ধ চাল কেনা হবে বলে জানিয়েছেন খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার।

আজ বাংলাদেশ সচিবালয়ের কেবিনেট কক্ষে অনুষ্ঠিত খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটির সভা শেষে গণমাধ্যমকর্মীদের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী এ তথ্য জানান ।

সভায় এবছর আমন ধান ও চালের সরকারি সংগ্রহ মূল্য নির্ধারণ করা হয়। চলতি বছর আমন ধানের সরকারি ক্রয়মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে প্রতি কেজি ২৮ টাকা এবং চালের মূল্য প্রতি কেজি ৪২টাকা।

এ সময় কৃষিমন্ত্রী ড.আব্দুর রাজ্জাক, বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুনশি, স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. এনামুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

#

কামাল/পাশা/রাহাত/রফিকুল/মাহমুদ/আরাফাত/লিখন/২০২২/১৪২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৩৮২

**বিজিবি ফায়ারিং প্রতিযোগিতা-২০২২ অনুষ্ঠিত**

ঢাকা, ১৬ কার্তিক (১ নভেম্বর) :

 বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)-এর সকল স্তরের সৈনিকদের ফায়ারিংয়ের মানোন্নয়ন তথা পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিজিবি’র সেক্টর সদর দপ্তর, কুমিল্লার ক্ষুদ্রাস্ত্র ফায়ারিং রেঞ্জে ‘বিজিবি ফায়ারিং প্রতিযোগিতা-২০২২’ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিজিবি মহাপরিচালক মেজর জেনারেল সাকিল আহমেদ প্রধান অতিথি হিসেবে চ্যাম্পিয়ন ও রানার আপ দলের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

 বিজিবি’র উত্তর-পূর্ব রিজিয়ন, সরাইলের সার্বিক তত্ত্বাবধানে এবং কুমিল্লা সেক্টরের ব্যবস্থাপনায় গত ৩০ অক্টোবর বিজিবি ফায়ারিং প্রতিযোগিতা শুরু হয়। প্রতিযোগিতায় বিজিবি’র ৫টি রিজিয়ন ও ২টি স্বতন্ত্র সেক্টর থেকে আগত মোট ৭টি দলের সর্বমোট ৮৪ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। তিন দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত এ ফায়ারিং প্রতিযোগিতায় চট্টগ্রাম রিজিয়ন চ্যাম্পিয়ন এবং সরাইল রিজিয়ন রানার আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে। এছাড়া ফায়ারিংয়ে ব্যক্তিগত নৈপুণ্য প্রদর্শন করে সরাইল রিজিয়নের কুমিল্লা ব্যাটালিয়নের সিপাহী মোঃ ঈশা ইবনে লেমন ১ম শ্রেষ্ঠ ফায়ারার এবং একই ব্যাটালিয়নের ল্যাঃ নাঃ মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন ২য় শ্রেষ্ঠ ফায়ারার নির্বাচিত হয়।

 পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে বিজিবি মহাপরিচালক বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে গড়া এ বাহিনী কালের পরিক্রমায় এ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। তিনি বলেন, একজন প্রশিক্ষিত সৈনিকের বন্ধু হচ্ছে তার ব্যক্তিগত অস্ত্র। কাজেই এই অস্ত্রের ওপর তার পারদর্শিতা থাকতে হবে। দেশপ্রেম এবং মনোবল নিয়ে প্রতিটি বিজিবি সদস্য দেশের প্রয়োজনে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারে সদাপ্রস্তুত থাকে। আর এই প্রস্তুতির একটি বড় অংশ হচ্ছে পেশাগতভাবে নিজেকে গড়ে তোলা। তিনি বলেন, পেশাগত উৎকর্ষতার একটি অন্যতম উপাদান হচ্ছে অস্ত্র প্রশিক্ষণ এবং ফায়ারিংয়ে দক্ষতা অর্জন।

 অনুষ্ঠানে বিজিবি সদর দপ্তর, সরাইল রিজিয়ন, কুমিল্লা সেক্টর ও ব্যাটালিয়নের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, সকল স্তরের বিজিবি সদস্য এবং বিভিন্ন রিজিয়ন ও সেক্টর থেকে আগত ফায়ারিং প্রতিযোগীরা উপস্থিত ছিলেন।

 ফায়ারিং প্রতিযোগিতা শেষে বিজিবি মহাপরিচালক কুমিল্লা সেক্টর সংলগ্ন স্থানে অ্যাডহক ‘বর্ডার গার্ড স্কুল অভ্ ইন্টেলিজেন্স’ উদ্বোধন করেন। এ সময় বিজিবি মহাপরিচালক বলেন, বাহিনীতে এ ধরনের একটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সংযোজন বাহিনীর গোয়েন্দা কার্যক্রমে পেশাদারিত্ব আনয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার পাশাপাশি সার্বিক সক্ষমতায় নতুন মাত্রা যোগ করবে। ভবিষ্যতে এই অ্যাডহক স্কুলকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেয়া হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

#

শরিফুল/পাশা/সঞ্জীব/রফিকুল/মাহমুদ/আরাফাত/জয়নুল/২০২২/১৮৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৩৮১

**দেশের মানুষের স্বাস্থ্য নিয়ে কোনো আপোষ নয়**

 **--- স্বাস্থ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৬ কার্তিক (১ নভেম্বর) :

 স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক বলেছেন, বিষাক্ত ওষুধ মেশানো ভেজাল খাদ্যে দেশ ভরে গেছে। চাল, ডাল, মশলা, মাছ থেকে শুরু করে শাকসবজিসহ প্রায় সব খাদ্যেই বিষ মেশানো হচ্ছে। ভেজাল খাদ্যের কারণে মানুষের দেহে ক্যান্সার, কিডনিরোগসহ বড় বড় জটিল রোগগুলো এখন দ্বিগুণ হারে বেড়ে যাচ্ছে। ভেজাল খাবারের কারণেই হাসপাতালে রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। সরকারি হাসপাতালের ফ্লোরেও রোগীদের এখন জায়গা হয় না।

 আজ মহাখালীতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মাঠ

 পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে স্বাস্থ্য সেবার মান বৃদ্ধিতে করণীয় বিষয়ে মতবিনিময় সভায় সভাপতি হিসেবে উপস্থিত থেকে এসব কথা বলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী।

 মন্ত্রী বলেন, উন্নত দেশগুলোতে খাদ্যে বিষ মেশালে সেই কোম্পানি যত ক্ষমতাধরই হোক, কোনো ছাড় দেয়া হয় না। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সুস্থ জীবন দিতে হলে এই ভেজাল কারবারিদের এখনই থামিয়ে দিতে হবে। খাদ্যে ভেজাল দেয়া বন্ধ করতে হবে। এটি করতে স্বাস্থ্যখাতের ভূমিকা আরো জোরালো করার পাশাপাশি সমাজের সকল স্তরের মানুষকে সম্পৃক্ত করতে হবে এবং একযোগে কাজ করতে হবে। তিনি বলেন, আগামী এক মাসের মধ্যেই স্বাস্থ্যখাতের পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট কিছু টিম গঠন করে মাঠে নেমে যেতে হবে এবং সুনির্দিষ্ট রিপোর্ট তৈরি করতে হবে। সেই রিপোর্ট নিয়ে উচ্চ পর্যায়ে বসে খুব দ্রুত এর সমাধান করা হবে বলে জানান তিনি।

 সভায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী সবার কথা শোনেন এবং মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় করণীয় বিষয়ে পরামর্শ দেন।

 এ সময় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. এ বি এম খুরশীদ আলম, পরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক ডাঃ মোঃ শামিউল ইসলাম সাদিসহ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

মাইদুল/পাশা/রাহাত/রফিকুল/আরাফাত/জয়নুল/২০২২/১৭৪২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৩৮০

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ১৬ কার্তিক (১ নভেম্বর) :

 স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী সোমবার সকাল ৮টা থেকে আজ মঙ্গলবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৯৪ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ৩ দশমিক ০৬ শতাংশ। এ সময় ৩ হাজার ৭৪ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে ১ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪২৪ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১৯ লাখ ৮১ হাজার ১০২ জন।

#

জসিম/পাশা/রফিকুল/আরাফাত/রেজাউল/২০২২/১৭০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর:৪৩৭৯

**নূর চৌধুরীকে ফেরত পাঠাতে কানাডাকে বিকল্প পথ খোঁজার অনুরোধ আইনমন্ত্রীর**

ঢাকা, ১৬ কার্তিক (১ নভেম্বর) :

কানাডায় পলাতক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যা মামলার মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি এসএমবি নূর চৌধুরীকে ফেরত পাঠানোর জন্য বিকল্প পথ খুঁজতে দেশটিকে অনুরোধ জানিয়েছেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক।

আজ সচিবালয়ে কানাডার হাইকমিশনার লিলি নিকোলসের সাথে এক সাক্ষাতে আইনমন্ত্রী এ অনুরোধ জানান।

সাক্ষাৎ পরবর্তী ব্রিফিংয়ে মন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার আসামি নূর চৌধুরীকে ফেরত পাঠানোর বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। কানাডার আইনে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিকে ফেরত দেওয়া সম্ভব না বলে হাইকমিশনার জানিয়েছেন। তিনি বলেন, নূর চৌধুরীকে দেশে পাঠাতে বিকল্প পন্থা খোঁজার অনুরোধ করা হয়েছে। কারণ একজন খুনিকে আশ্রয় দেওয়া মানবাধিকার লঙ্ঘন।

আনিসুল হক বলেন, হাইকমিশনার জানতে চেয়েছেন জাতীয় নির্বাচনের সময় বাংলাদেশ নির্বাচনি পর্যবেক্ষক ‘অ্যালাউ’ করবে কি-না? এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান, এটা নির্বাচন কমিশনের ব্যাপার। তারা এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিবেন। নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব সুষ্ঠু নির্বাচন করা। সেখানে সরকার প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করবে। ডেটা সুরক্ষা আইন নিয়ে আনিসুল হক হাইকমিশনারকে জানান, এ আইনের খসড়া প্রণয়নের ব্যাপারে অংশীজনদের সাথে একবার সভা হয়েছে। আরো ২-৩ বার সভা হবে। ডেটা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য না, ডেটা সুরক্ষার জন্য এ আইন করা হবে।

মন্ত্রী আরো বলেন, এবছর বাংলাদেশ-কানাডা সম্পর্কের ৫০ বছর পূর্ণ হয়েছে। উভয় দেশ অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে এ সম্পর্ক দেখে। ফলে উভয় দেশের মধ্যে বিরজমান অত্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরো দৃঢ় ও গভীর হোক, বাংলাদেশ সেটাই চায়।

#

রেজাউল/পাশা/রাহাত/সঞ্জীব/রফিকুল/মাহমুদ/আরাফাত/লিখন/২০২২/১৪২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর :৪৩৭৮

**রেলপথ মন্ত্রণালয়ের উপসচিব মোঃ তৌফিক ইমামের মায়ের মৃত্যুতে রেলপথ মন্ত্রীর শোক প্রকাশ**

ঢাকা, ১৬ কার্তিক (১ নভেম্বর) :

         রেলপথ মন্ত্রণালয়ের উপসচিব (প্রশাসন -২ ) মোঃ তৌফিক ইমামের মাতা তনজিনা মালেকের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন  রেলপথ মন্ত্রী মোঃ নূরুল ইসলাম সুজন ।

           আজ এক শোকবার্তায় মন্ত্রী মরহুমার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করেন ও তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

#

শরিফুল/পাশা/রাহাত/আরাফাত/লিখন/২০২২/১৪২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৩৭৭

**ইউরোপের বাজার উপযোগী বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদন ও**

**বাজারজাতকরণের সহায়তায় চুক্তি স্বাক্ষর**

ঢাকা, ১৬ কার্তিক (১ নভেম্বর) :

ইউরোপের বাজারের চাহিদা অনুযায়ী নতুন নতুন ডিজাইনের পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে আজ রাজধানীর জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার’ (জেডিপিসি) এর সম্মেলন কক্ষে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়াধীন জেডিপিসি ও সেন্টার ফর প্রমোশন ইমর্পোট ফরম ডেভলপিং কান্ট্রিস (সিবিআই) এর মাঝে একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। জেডিপিসি এর পক্ষে এর নির্বাহী পরিচালক মো: মাহমুদ হোসেন ও সিবিআই এর পক্ষে ঢাকায় নিযুক্ত নেদারল্যান্ডসের রাষ্ট্রদূত অ্যান ভ্যান লিউয়েন এ সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করেন।

আগামি পাঁচ বছরের জন্য এ সমঝোতা চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এর ফলে জেডিপিসি’র হোম টেক্সটাইল এন্ড হেম ডেকোরেশন উৎপাদনকারী উদ্যোক্তাগণ ইউরোপের বাজারের চাহিদা অনুযায়ী নতুন নতুন ডিজাইনের পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে সক্ষম হবে। ইউরোপের বাজার উপযোগী বহুমুখী পাটপণ্য রপ্তানি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাবে। এতে রপ্তানি আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি উদ্যোক্তাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি হবে।

বিশ্বব্যাপী পরিবেশ সচেতনতার কারণে পরিবেশবান্ধব পাটপণ্যের চাহিদা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকার জেডিপিসি এর মাধ্যমে পাটপণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধির পাশাপাশি বহুমুখী পাটজাত পণ্যের উদ্ভাবন, ব্যবহার সম্প্রসারণে গুরুত্বারোপ করেছে। ইতোমধ্যে, এখাতের উদ্যোক্তাগণ ২৮২ প্রকার দৃষ্টিনন্দন পাটপণ্য উৎপাদন করছেন - যার অধিকাংশই বিদেশে রপ্তানি করা হচ্ছে।

#

সৈকত/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/ডালিয়া/শাম্মী/রবি/মানসুরা/২০২২/১৪০০ ঘণ্টা

­­

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৩৭৬

**জাতীয় স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ১৬ কার্তিক (১ নভেম্বর) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ২ নভেম্বর ‌‘জাতীয় স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান দিবস ২০২২’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং সন্ধানী কেন্দ্রীয় পরিষদ ও সন্ধানী জাতীয় চক্ষুদান সমিতির উদ্যোগে প্রতিবছরের ন্যায় এবারো ‘জাতীয় স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান দিবস ২০২২’ পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ আয়োজনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিরাপদ রক্তের গুরুত্ব উপলব্ধি করে ১৯৭২ সালে তৎকালীন পিজি হাসপাতাল, বর্তমান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ত পরিসঞ্চালন বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। দেশের অন্ধত্ব সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি ১৯৭৫ সালের ১৭ জুলাই ‘The Blind Relief (Donation of Eye) Act, 1975’ প্রণয়ন করেন। সন্ধানী মানবতার পথ ধরে হাসপাতালের মুমূর্ষু রোগীর জীবন ফিরিয়ে দিতে ১৯৭৮ সালের ২ নভেম্বর ঢাকা মেডিকেল কলেজে প্রথম স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচির আয়োজন করে এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। ১৯৮৪ সালের পর থেকে এখনও পর্যন্ত প্রায় পাঁচ হাজার কর্ণিয়া সংগ্রহ করেছে এবং প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে প্রায় চার হাজার জনকে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছে।

১৯৯৬ সালে সরকার গঠনের পরপরই আমরা স্বেচ্ছায় রক্তদান এবং মরণোত্তর চক্ষুদান দিবসকে জাতীয় দিবস হিসেবে পালন করি। শুধু তাই নয়, আমরা ব্লাডব্যাংক ও চক্ষুব্যাংক স্থাপনের জন্য সন্ধানীকে নীলক্ষেতে একটি প্লট বরাদ্দ দেই। আমরা জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে মানবদেহে সংযোজনের জন্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও তার আইনানুগ ব্যবহার নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ‘মানবদেহে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সংযোজন আইন, ১৯৯৯’ প্রণয়ন করি। সেই আইনে আমরা মানবদেহের কিডনি, হৃৎপিন্ড, ফুসফুস, অন্ত্র, যকৃত, অগ্নাশয়, অস্থি, অস্থিমজ্জা, চক্ষু, চর্ম ও টিস্যুসহ যে কোন অঙ্গ বা প্রত্যঙ্গ সংযোজন এবং মৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে আইনানুগ কোন উত্তরাধিকারের লিখিত অনুমতি সাপেক্ষে অঙ্গ নেয়ার বিধান রেখেছিলাম। যার ফলে স্বেচ্ছায় অঙ্গদানসহ মরণোত্তর চক্ষুদানে সকল আইনি জটিলতার সমাধান হয়েছে। পরবর্তীতে ২০১৮ সালের ১নং আইনের মাধ্যমে পূর্ববর্তী আইনটিকে যুগোপযোগী করে ‘মানবদেহে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সংযোজন (সংশোধন) আইন, ২০১৮’ প্রণয়ন করেছি। শুধু তাই নয়, সংশোধিত আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধের তদন্ত, বিচার, আপিল এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে Code of Criminal Procedure এর প্রয়োগের বিধান রেখেছি।

আমরা চাইলেই আমাদের স্বজনদের মৃত্যুর পর শোককে এক মহৎ সেবায় পরিণত করতে পারি। যে কোন উত্তরাধিকার তাঁর স্বজনের মৃত্যুর পর চোখ সংগ্রহের অনুমতি দিতে এগিয়ে আসলে দেশে কর্ণিয়া দান ও কর্ণিয়া সংযোজনে এক বিপ্লব ঘটে যেতে পারে। আমি আশা করি সন্ধানী রক্তদানকে যেভাবে একটি সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করেছে, তেমনি মরণোত্তর চক্ষুদানকেও জনপ্রিয় করে তুলে বিশ্বে বাংলাদেশকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করবে।

আমি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, সন্ধানী, সকল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং সর্বস্তরের জনগণকে এই মানবিক কর্মসূচিতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানাই। আমি ‘জাতীয় স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান দিস ২০২২’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

 জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

    বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

সরওয়ার/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/ডালিয়া/শাম্মী/রবি/কলি/শামীম/২০২২/১১২৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৩৭৫

 **জাতীয় স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান দিবসে** **রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ১৬ কার্তিক (১ নভেম্বর) :

 রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ২ নভেম্বর ‘জাতীয় স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান দিবস ২০২২’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 “স্বাস্হ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান সন্ধানী কেন্দ্রীয় পরিষদ ও সন্ধানী জাতীয় চক্ষুদান সমিতির যৌথ উদ্যোগে ‘জাতীয় স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান দিবস ২০২২’ পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

 মুমূর্ষু রোগীকে বাঁচাতে রক্ত এবং কর্ণিয়াজনিত অন্ধত্ব দূরীকরণে কর্ণিয়াই প্রধান অবলম্বন। আর্তমানবতার সেবায় স্বেচ্ছায় রক্তদান এবং মরণোত্তর চক্ষুদান একটি মহৎ কাজ। বিশেষজ্ঞদের মতে, একজন সুস্হ মানুষ নিয়মিত রক্তদান করলে শরীরের কোনো ক্ষতি হয় না, বরং তা স্বাস্হ্যের জন্য উপকারী। আবার আমাদের দেশে অনেক মানুষ কর্ণিয়াজনিত সমস্যার কারণে অন্ধত্ব বরণ করছে। মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রতিস্থাপন করে একদিকে যেমন মুমূর্ষু রোগীকে বাঁচিয়ে তোলা যায় তেমনি অন্ধকে দেওয়া যায় আলোর দিশা। তাই রক্তদানসহ মরণোত্তর চক্ষুদানে দেশের তরুণ সমাজকে উদ্বুদ্ধ করতে প্রচারণা কার্যক্রম আরো জোরদার করা আবশ্যক বলে আমি মনে করি।

 আমি জেনেছি ‘সেবাই আমাদের আদর্শ’- এই মহান ব্রত নিয়ে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান সন্ধানী বিগত চার দশকেরও বেশি সময় ধরে আর্তমানবতার সেবায় কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া কর্ণিয়াজনিত অন্ধত্ব দূরীকরণে মানুষকে মরণোত্তর চক্ষুদানে উদ্বুদ্ধ করতে প্রতিষ্ঠানটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। মানবতার ডাকে সাড়া দিয়ে স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদানে এগিয়ে আসার জন্য আমি দেশবাসীর প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

 ‘জাতীয় স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান দিবস ২০২২’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচি সফল
হোক -এই কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/ডালিয়া/শাম্মী/রবি/মানসুরা/২০২২/১১৩০ ঘণ্টা